নলিনী বেরার গল্প: ব্রাত্যজন ও লৌকিক পরম্পরা

(NALINI BERAR GOLPO: BRATYAJON O LOUKIK PARAMPORA)

A SYNOPSIS

Submitted to The

University Department of Bengali

BINOD BIHARI MAHTO KOYALANCHAL UNIVERSITY

DHANBAD

FOR THE PROPOSED RESEARCH WORK FOR PH.D DEGREE

IN

UNIVERSITY DEPARTMENT OF BENGALI

BBMKU, DHANBAD

BY

UJJWAL PRAMANIK

UNIVERSITY DEPARTMENT OF BENGALI

BBMKU, DHANBAD

Under the Supervision of

DR. MANAS ACHARYYA

ASSISTANT PROFESSOR, UNIVERSITY DEPT. OF BENGALI

B.B.M.K. UNIVERSITY, DHANBAD

2020

গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ(Summary of Research Work)

গবেষণার প্রকরণ ও পদ্ধতি (Research Methodology)

'Research Methodology : Analytical and Descriptive Research

Tools :

1) Data Collection and Analysis.

2) Collection from Library.

3) Purchased Books.

4) Interview with Writer and Contemporary Writer.

5) use of internet through computer/ android mobile, Ms word

গবেষণার বিষয় (Objective Of Research) : **নলিনী বেরার গল্প: ব্রাত্যজন ও লৌকিক পরম্পরা** (NALINI BERAR GOLPO : BRATYAJON O LOUKIK PARAMPORA)

''**অনুমান**''(Hypothesis)- সত্তর ও পরবর্তী দশকের প্রেক্ষাপটে ব্রাত্যজন সখা নলিনী বেরারা গল্পপ্রযত্ন, প্রান্তিক মানুষ, সমকালীন সমাজ, রাজনীত, অর্থনীতি ও জীবনযন্ত্রনার প্রতিচ্ছবি।

''**তাৎপর্য**''(Significance)- নলিনী বেরার গল্পে উঠে এসেছে সুবর্ণরেখা নদী-তীরবর্তী জঙ্গলমহলের সাঁওতাল-ভূঁইয়া-ভূঁমিজ-লোধা প্রভৃতি প্রান্তিক বর্গের মানুষের

কথা। পিছিয়ে পড়া মানুষগুলির সংস্কৃতি, আচার বিচার, বিশ্বাস সংস্কার, তাদের চাওয়া পাওয়া, প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিকূলতায় জীবন যাপন -এসব কিছু সাহিত্যে প্রায় অনালোকিত থেকে গেছে। সেই অন্ধকারময় জীবন সমাস্যা গভীরে প্রবেশ করতে গেলে নলিনী বেরার গল্পের এই গবেষণা কার্যটি বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে।

ভূমিকা (Introduction)

প্রথম অধ্যায়(First Chapter) ব্রাত্যজন সখা নলিনী বেরার বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রা

দ্বিতীয় অধ্যায় (Second Chapter)- সমকালের ধারায় কথা সাহিত্যিক নলিনী বেরা

তৃতীয় অধ্যায় (Third Chapter)- সাহিত্যে ব্রাত্য জনজীবন ও নলিনী বেরার গল্প

চতুর্থ অধ্যায় (Fourth Chapter)- গল্পে আদিবাসী সমাজ ও জঙ্গলমহলের কথা

পঞ্চম অধ্যায় (Fifth Chapte)- নলিনী বেরার গল্পে লোকজীবনের নানা দিক

ষষ্ঠ অধ্যায় (Sixth Chapter)- গল্পের শৈলিবিচার

"উপসংহার" (Conclusion)

"তথ্যসূত্র" (Reference)

"গ্রন্থপঞ্জী"(Bibliography);

(ক) আকর গ্রন্থ(Primary Sources)

(খ) সহায়ক গ্রন্থ(Secondary Sources)

(গ) পত্রপত্রিকা(Journal)

Future work (ভবিষ্যত কার্যকরিতা)

প্রস্তাবিত গবেষণার কার্য বিষয়ে এখনো পর্যন্ত বিশদ আলোচিত হয়েছে বলে মনে হয় না। সুতরাং অনালোচিত গবেষণা কার্যের পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য আমি এই গবেষণা কার্যটি করতে ইচ্ছুক। আমি এই আশা পোষণ করছি -শেষ পর্যন্ত ভাবী গবেষক ও পাঠকের কাছে এটি একটি নূতন বার্তাবহ হয়ে উঠবে।

মুখবন্ধ (Preface)

আমার গবেষণার বিষয়-'নলিনী বেরার গল্প: ব্রাত্যজন ও লৌকিক পরম্পরা'। এই বিষয় নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এ পর্যন্ত কোনও গবেষণা হয়নি। ভারতবর্ষের মতো দেশের বিশাল একটি অংশে ছড়িয়ে আছে নিম্নবিত্ত সমাজ বা ব্রাত্যজন। প্রত্যন্ত গ্রামের have not-এর চরিত্রগুলি বাংলা গল্প সাহিত্যে দীর্ঘ পরিক্রমায় উঠে এসেছে। রাঢ় অঞ্চল, পূর্বঙ্গের মাঝি, মল্লাদের নিয়ে আলোচনা হলেও বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদনীপুরের অন্ত্যজ মানুষের কথা তেমন ভাবে উঠে আসেনি। নলিনী বেরা গল্পের মধ্যে দিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলির সংস্কৃতি, আচার বিচার, বিশ্বাস সংস্কার, তাদের চাওয়া পাওয়া, প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিকূলতায় জীবন যাপন -এসব কিছুই উঠে এসেছে। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই প্রান্তজনের জীবন যাত্রাকে গল্পে নিয়ে এসেছেন। 'শাস্তি' গল্পের ছিদাম-দুঃখিরাম এই শ্রেণির প্রতিনিধি। আধিপত্যের বিচারে এরা নিম্নবর্গীয়ও। যাদের এক সময় 'সাবলটার্ন' বলে এক শ্রেণির লেখক ব্যাখ্যাত করেছেন। কিন্তু সে সময় সাহিত্যে তাদের জীবন চিত্রিত হলেও তাদের ভাষা-সংস্কৃতি-আচার-বিচার যেন অনুচ্চারিত। পরবর্তীকালে সতীনাথ ভাদুড়ি, অদ্বৈত মল্লবর্মন, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবীর মতো লেখকের মন্ময়তায় এইসব নিম্নবর্গের মানুষ তথা প্রান্তীয় জীবন আখ্যান গড়ে উঠেছে। সাহিত্যিক নলিনী বেরা একেবারে সেই মাটির গন্ধ সরাসরি আঁকলেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে। সেই অনালোকিত মানুষগুলিকে জানার আগ্রহ চিরকালের। তাঁর গল্পসাহিত্যের তথ্যের ভিত্তিতে ব্রাত্যজনের একটি সম্পূর্ণ চিত্র এবং তাদের জীবনের লোকজ উপাদানকে উপস্থাপিত করাই হল এ গবেষণার লক্ষ্য।

সূচীপত্র (contents):

ভূমিকা(Introduction) ৫-৭

i) গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (Signification)

ii) গবেষণা প্রণালী(Research Methodology)

iii) পূর্ববর্তী সাহিত্যে ব্রাত্য জনের কথা(Related referances)

iv) ভবিষ্যত কার্যকরিতা(Future work)

প্রথম অধ্যায়: ব্রাত্যজন সখা নলিনী বেরার বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রা ৮-৯
(Fist chapter: Bratyajana sakha Nalini Berar Boichitryamoy Jibonjatra)

দ্বিতীয় অধ্যায়: সমকালের ধারায় কথা সাহিত্যিক নলিনী বেরা ১০
(Second chapter: Samakaler Dharai Kotha Sahityik Nalini Bera)

তৃতীয় অধ্যায়: সাহিত্যে ব্রাত্য জনজীবন ও নলিনী বেরার গল্প ১১-১৩
(Third Chapter: Sahitye Bratya Jonjibon O Nalini Berar Golpa)

চতুর্থ অধ্যায়: গল্পে আদিবাসী সমাজ ও জঙ্গলমহলের কথা ১৪-১৭
(Fourth Chapter: Golpe Adibasi Samaj o Jangalmahaler Kotha)

পঞ্চম অধ্যায়: নলিনী বেরার গল্পে লোকজীবনের নানা দিক ১৮-১৯
(Fifth Chapter: Nalini Berar Golpe Lokojiboner nana dik)

ষষ্ঠ অধ্যায়: গল্পের শৈলিবিচার ২০-২১
(Sixth chapter: Golper Soilibichar)

উপসংহার(Conclusion) ২২

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliograph) ২৩-২৪

ভূমিকা (Introduction)

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, শাস্ত্রীয়গ্রন্থ, পুরাণে 'ব্রাত্য' শব্দে হীনতা-নীচতা বোঝানো হয়েছে। আসলে 'ব্রাত্য' বলতে পতিত, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য জাতিকেই বোঝায়। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে ব্রত+ষ্ণ্য(হীনতা) হল--'ব্রাত্য'। সমাজে তথাকথিত নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য মানুষেরাই ব্রাত্য নামে পরিচিত। এই অর্থে- মুচি, মেথর, ডোম, সাঁওতাল, লোধা, শবর, বাউরী, চন্ডাল, কাপালিক, কোল, কূর্মি প্রভৃতি জাতির মানুষ ব্রাত্য বা অন্ত্যজ হিসাবে চিহ্নত। তাদের কথা ছোটগল্পের মতো অর্বাচীন সাহিত্যে এসেছে বহু পরে। রবীন্দ্রনাথের মননধর্মিতা, কাব্যিক মেজাজ, প্রকৃতিপ্রীতি, সমাজমনস্কতা বাংলা ছোটগল্পকে সিদ্ধির চূড়ান্তে পৌঁছে দিয়েছে| এরপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ছোটগল্পেরও পালাবদল ঘটলেও প্রান্তবাসী এই ব্রাত্য মানুষগুলির কথা তেমন ভাবে আলোচিত হয়নি| আমাদের সমাজে যারা 'শুধু দিলে পেলে না কিছুই' তাদের কথা বাংলা ছোটগল্পে শুরুর দিকে তেমন ভাবে পেলাম না| কল্লোলের কালেও এই ব্রাত্যজনের কথা সহৃদ্যতার সঙ্গে বর্ণিত হয়নি| নিম্নবিত্ত সমাজের বিকৃত রুচি যৌনতা, সভ্যনীতিবোধের বাইরে ক্ষুধা, লালসা জড়িত আদিমতাকে গল্পের মধ্যে নিয়ে এলেন এই কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকেরা| তারাশঙ্করের গল্পে বীরভূমের রাঢ় অঞ্চলের নিম্নজিবী মানুষের কথা কিছুটা উঠে এসেছে। তবে, স্বাধীনতার উত্তরকালের গল্পকার সতীনাথ ভাদুড়ী, অদ্বৈত মল্লবর্মন, মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় মূল ভিত্তিই হল নিম্নবিত্ত প্রান্তিক জনজীবনের| একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবন সংগ্রামের ইতিকথা দিয়ে তৈরি হল গল্পসাহিত্যের নতুন ভুবন| নলিনী বাবুও সেই গোত্রের। তিনি এমন একজন মানুষ যাঁর জীবনের যাপনমালা অন্ত্যজ মানুষের সুখ দুঃখে গাঁথা। বিশ্বায়নের যুগে এলিট সমাজ বৈভব আর বিলাসিতায় মাতলেও তিনি বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ জঙ্গলমহলের

আদিবাসীদের কথা, তাদের দারিদ্রতা, জীবন যন্ত্রণাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেন। পরম মমতার সঙ্গে গল্পের কথাবয়নে তাদের কথায় চিত্রিত করেছেন।

গ্রাম বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি ও তার নিজস্ব ঐশ্বর্যকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে আধুনিকতার আগ্রাসন। তা সত্ত্বেও গ্রামীণ মানুষের জীবন যাপনের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকে দেশজ সংস্কৃতি, লোকায়ত বৈভব। শহরের জৌলুসের আড়ালে থাকা গ্রামীণ ভারতবর্ষকে নিরন্তর অন্বেষণ ও আবিষ্কার করে চলেছেন গল্পকার নলিনী বেরা। পিছিয়ে থাকা প্রান্তিক জীবন -শবর, লোধা, সাঁওতালদের নিয়েই তিনি তাঁর কথা ভুবনের বিরাট অংশ গড়ে তুললেন। শবর, লোধাদের খোঁজেই তিনি বারবার শহর থেকে চলে আসেন গ্রামে।

i) **গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য** (Signification)- ভারতবর্ষের মতো দেশের বিশাল একটি অংশে ছড়িয়ে আছে নিম্নবিত্ত সমাজ বা ব্রাত্যজন। পিছিয়ে পড়া মানুষগুলির সংস্কৃতি, আচার বিচার, বিশ্বাস সংস্কার, তাদের চাওয়া পাওয়া, প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিকূলতায় জীবন যাপন -এসব কিছু সাহিত্যে প্রায় অনালোকিত থেকে গেছে। নলিনী বেরা তাঁর গল্প সাহিত্যে সেই অন্ধকারময় জীবন সমাস্যা গভীরে প্রবেশ করতে চেয়েছেন বারেবারে। সেই অন্ধকারময় জীবন সমাস্যা গভীরে প্রবেশ করতে গেলে নলিনী বেরার গল্পের এই গবেষণা কার্যটি বিশেষ গুরুত্বের দাবী র

ii) **গবেষণা প্রণালী**(Research Methodology)-নলিনী বেরার' গল্প :ব্রাত্যজন ও লৌকিক পরম্পরা এই বিষয়টি একটি-'বর্ণনাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মক গবেষনা। সুতরাং বর্ণনাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মক গবেষণার সমস্ত রীতিনীতি ও কৌশল আমি অনুসরণ করব।

প্রস্তাবিত গবেষণা কার্যটি নিম্নলিখিত পদ্ধতির দ্বারা সুসম্পন্ন হবে--

ক)তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি (data collection):

নলিনী বেরা সম্পর্কীত তথ্য আমি সাক্ষাৎকার ও পাঠ্য বই থেকে সংগ্রহ করেছি।

খ)তথ্য বিশ্লেষণ (data analysis):

সমস্ত যুক্তগ্রাহ্য প্রামণিক তথ্যের নিরিখে আমি গবেষণা কার্যটি সম্পূর্ণ করতে চাই।

iii) পূর্ববর্তী সাহিত্যে ব্রাত্য জনের কথা(Related referances)- আমাদের সমাজে যারা 'শুধু দিলে পেলে না কিছুই' তাদের কথা বাংলা ছোটগল্পে শুরুর দিকে তেমন ভাবে পেলাম না| কল্লোলের কালেও এই ব্রাত্যজনের কথা সহৃদ্যতার সঙ্গে বর্ণিত হয়নি| নিম্নবিত্ত সমাজের বিকৃত রুচি যৌনতা, সভ্যনীতিবোধের বাইরে ক্ষুধা, লালসা জড়িত আদিমতাকে গল্পের মধ্যে নিয়ে এলেন এই কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকেরা| তারাশঙ্করের গল্পে বীরভূমের রাঢ় অঞ্চলের নিম্নজিবী মানুষের কথা কিছুটা উঠে এসেছে। তবে স্বাধীনতার উত্তরকালের গল্পকার সতীনাথ ভাদুড়ী, অদ্বৈত মল্লবর্মন, মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় মূল ভিত্তিই হল নিম্নবিত্ত প্রান্তিক জনজীবনের| একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবন সংগ্রামের ইতিকথা দিয়ে তৈরি হল গল্পসাহিত্যের নতুন ভুবন| নলিনী বাবুও সেই গোত্রের। তিনি এমন একজন মানুষ যাঁর জীবনের যাপনমালা অন্ত্যজ মানুষের সুখ দুঃখে গাঁথা।

iv) Future work(**ভবিষ্যত কার্যকরিতা**) - প্রস্তাবিত গবেষণার কার্য বিষয়ে এখনো পর্যন্ত বিশদ আলোচিত হয়েছে বলে মনে হয় না। সুতরাং অনালোচিত গবেষণা কার্যের পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য আমি এই গবেষণা কার্যটি করতে ইচ্ছুক। আমি এই আশা পোষণ করছি -শেষ পর্যন্ত ভাবী গবেষক ও পাঠকের কাছে এটি একটি নূতন বার্তাবহ হয়ে উঠবে।

প্রথম অধ্যায় : ব্রাত্যজন সখা নলিনী বেরার বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রা

১৯৫২ সালে ২০শে জুলাই অধুনা ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম থানার সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী বাছুরখোঁয়ার গ্রামে গল্পকার নলিনী বেরা জন্ম গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশা সীমান্তের কাছাকাছি জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামটির এক সাধারণ দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতার নাম গিরিশচন্দ্র বেরা। মায়ের নাম ঊর্মিলা দেবী। গ্রামের নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় থেকে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা। সুবর্ণরেখা নদীর ওপারে রোহিণী গ্রামের 'চৌধুরানী রুক্মিনী দেবী হাইস্কুল' থেকে বিজ্ঞানে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেন। এরপর গ্রামের কিশোরের শহরে যাত্রা। মেদিনীপুর কলেজে বাংলা স্নাতক বিষয় নিয়ে ভর্তি হলেও তিনি কিছুদিনের মধ্যে নকশাল রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। আবার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, নিজেকে সমস্ত ঝামেলা থেকে বাঁচাতে বাড়ি পালিয়ে আসেন। গ্রামের বাড়িতেই তিনি একটি জুনিয়ার হাই স্কুলও শুরু করেছিলেন। এরপর ১৯৭১ সালে ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক হন এবং ১৯৭৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি প্রথম চেষ্টাতেই ডব্লিউ বি সি এস পরীক্ষায় 'এ' গ্রুপে উত্তীর্ণ হয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের আধিকারিক হন। বর্তমানে তিনি কলকাতা পৌরনিগমের বিচারক। কথাসাহিত্য নয় কবিতা দিয়েই তাঁরা পথচলা শুরু। স্কুল জীবন থেকেই তিনি কবিতা লিখতেন। তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায়। 'সে জানে শুশনি পাতা', 'কত দূরে আছো সুবর্ণরেখা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে ভূমিজ অন্ত্যজমানুষের কথা উঠে এসেছে। সর্বক্ষেত্রে তাঁর কলম গর্জে উঠেছে প্রান্তিক মানুষগুলির জন্য। সুবর্ণরেখা তীরবর্তী গ্রামের লোধা-ভুঁইঞা-ভূমিজ-কুমাহার-সাঁওতাল মানুষগুলি শৈশব থেকেই তাঁর একান্ত আপনজন। ২০১৯ সালে 'আনন্দ' পুরুস্কার নেওয়ার সময় তিনি সগর্বে ঘোষণা করেন-'এই পুরুষ্কার প্রদানের মধ্য দিয়ে আমারই চর্চিত সেই সমস্ত অন্ত্যজ, অপাঙক্তেয় ও তথাকথিত 'সাবলর্টান' মানুষদেরই যেন জয়যুক্ত করা হল।...এই জয় আমার নয়,এ জয় তাদেরই।'[১] এই ভাবেই তাঁর প্রত্যেক গল্প, উপন্যাসে ব্রাত্যজন সমপ্রাণতায় চিত্রিত হয়েছে। ১৯৭৯ সালে আগস্ট মাসে 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'বাবার স্মৃতি' প্রকাশিত হয়। এরপর 'দেশ'

পত্রিকায় ১৪ টি গল্প নিয়ে বের হয় 'এই এই লোকগুলো'| 'দে'জ' থেকে প্রকাশিত হয়-'কুসুমতলা', সেরা পঞ্চাশটি গল্প'; 'করুণা' থেকে প্রকাশিত হয়- 'হোমগার্ডের জামা', 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'পঞ্চাশটি গল্প' প্রভৃতি গল্প সংকলন| তাঁর প্রথম উপন্যাসের নাম 'ভাসান'| অন্যান্য উপন্যাস গুলি হল 'দুই ভুবন', 'চোদ্দমাদল', 'শবরচরিত' প্রভৃতি| তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প হল-'ভূতজ্যোৎস্না', 'শ্রীকান্তের পঞ্চমপর্ব', 'হোমগার্ডের জামা', 'বর্ষামঙ্গল', 'শতরঞ্জি' প্রভৃতি। ২০০৮ সালে 'শবরচরিত' উপন্যাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার প্রদত্ত 'বঙ্কিম স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার' পান। ২০১৯ সালে ১লা বৈশাখ ' উপন্যাসের জন্য 'আনন্দ' পুরস্কারে সম্মানিত হন।

তথ্যসূত্র- ১.'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা-নলিনী বেরা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৮, পৃষ্ঠা ১০

দ্বিতীয় অধ্যায় : সমকালের ধারায় কথা হিত্যিক নলিনী বেরা

কোনো লেখকের সমসাময়িক সাহিত্যিকদের কথা বলতে গেলে তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী একটি দশকের সাহিত্যিকদের আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে। আশির দশকের প্রথম ভাগে গল্পকার রূপে নলিনী বেরার আত্মপ্রকাশ ঘটলেও তাঁর গল্পের মধ্যে উঠে এসেছে সত্তরের উত্তাল সময় পর্বের কথাও। সে ক্ষেত্রে গল্পকার নলিনী বেরার সমসাময়িক আলোচনা করতে গেলে সত্তর ও আশির দশকের গল্পাকার ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র, সাধন চট্টোপাধ্যায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, সৈকত রক্ষিত, অনিল ঘোড়াই, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, কিন্নর রায়, তপন বন্দ্যোপধ্যায় প্রমুখের কথায় বলতে হয়। এঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ্রামীণ জীবনকে প্রতিবিম্বিত করেছেন গল্পশিল্পে। কোথাও যেন একটা সামাজিক দায় রয়ে গেছে এঁদের রক্তে। যাদের মধ্যে কেউ কেউ কর্মসূত্রে গ্রামে এসে সেখানকার মানুষকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, আবার অনেকে গ্রামের ছেলে হয়ে গ্রামকে মজ্জায় মজ্জায় ধারণ করেছেন। নলিনী বেরা দ্বিতীয় বর্গের লেখক। তাঁর গল্পে উঠে এসেছে সুবর্ণরেখা নদী-তীরবর্তী জঙ্গলমহলের কথা, সাঁওতাল-ভূঁইয়া-ভূমিজ-লোধাসম্প্রদায়ের মানুষের জীবনকথা। শহুরে বর্ণময় জীবনের হাতছানি থাকা সত্ত্বেও যারা নিজেদের সংস্কৃতি, বিশ্বাস, লোকসংস্কারের হাত থেকে নিজেদের বিযুক্ত করেনি নলিনী বেরা তেমনি মমতাময় ব্যক্তিত্ব। অমর মিত্রের গল্পে বাঁকুড়া, মদিনীপুর, বর্ধমানের ভৌগোলিক আবহে সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রণার কথা উঠে আসে। সৈকত রক্ষিতের গল্পেও পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের মুচি, হাড়ি, ডোম, বাউরি জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যপীড়িত জীবনযাত্রা শিল্পরূপ পেয়েছে।   এই দিক দিয়ে গল্পকার নলিনী বেরা তাঁদের সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছেন। কিন্তু নলিনী বেরা সম্পূর্ণ একটি নতুন ঘরানার, সরস-মনোজ্ঞ গল্প উপহার দিয়ে চলেছেন বাংলা সাহিত্যকে।

তৃতীয় অধ্যায় : সাহিত্যে ব্রাত্য জনজীবন ও নলিনী বেরার গল্প

ভারতবর্ষ নানা জাতির সমন্বয়ে গঠিত একটি বর্ণবৈষম্যের দেশ। বৈদিকযুগ থেকেই সমাজে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ ও শূদ্র এই চার শ্রেণির কথায় শুনে আসছি। কিন্তু এই চারশ্রেণির বাইরেও সমাজের একদল মানুষ আছে যারা স্পর্শের অযোগ্য, যাদের ছুঁলে নাকি উচ্চবর্ণের জাত যেত-সেই অন্ত্যবর্ণ বা নীচ জাতিরাই অন্ত্যজ বা প্রান্তিক মানুষ হিসেবে পরিচিত। 'চর্যাপদ'-এ সেই অন্ত্যজদের বর্ণনা আছে-

"নগর বাহিরেঁ ডোম্বী তোহোরি কুড়িয়া।
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্ম নাড়িয়া।।"[১]   (কাহ্নপাদ/১০সংখ্যা)

সমাজের কাছে অস্পৃশ্য-ডোম,আদিবাসী শবর, চন্ডালদের বাসস্থান ছিল মূল জনপদের বাইরে সেই জন্য এরা অন্ত্যেবাসী বা প্রান্তজন নামেও পরিচিত।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শনে প্রান্তজন গুরুত্ব পেলেও পরবর্তীকালে উপেক্ষিত হয়েছেন। এর একটা সুস্পষ্ট কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে বাংলা ছোটগল্পের সার্থক রূপ পেয়েছে-এই বিষয়ে দ্বিমত নেই। তাঁর গল্পেও পদ্মার তীরবর্তী প্রান্তিক মানুষের কথা উঠে আসে। এরপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ছোটগল্পেরও পালাবদল ঘটেছে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে উঠে এল কয়লাখনির সাঁওতাল বাউরি কুলি-কামিনদের জীবন চিত্র। তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসেও উঠে এসেছে কাহার-বাগদিদের জীবনচিত্র। এমনকি মনিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক'-এর মতো গল্পে অন্ত্যেবাসীদের কথা থাকলেও জীবন অভিজ্ঞতায় ফাঁক থেকে যায়। সেই ফাঁক ভরাট করতে আমাদের অপেক্ষা করতে হল দু-আড়াই দশক। স্বাধীনতার পরবর্তীকালের গল্পকার সতীনাথ ভাদুড়ী, অদ্বৈত মল্লবর্মন, মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় পেলাম নিম্নবিত্ত প্রান্তিক জনজীবনের কথা। সেই পথ ধরেই বাংলা গল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন প্রান্তজনের কথাকার নলিনী বেরা। নলিনী বেরা সম্পর্কে সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য-তিনি 'গ্রামজীবনকে, গ্রামের মুনিষ-মাহিন্দরদেরকে, খেত-খামারকে, ঝিউড়ি বাউড়ীদেরকে বাগালদেরকে চিনেছিলেন।'[২] অন্ত্যজ মানুষের কথা বলতে গিয়ে তিনি গ্রাম বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি ও ঐশ্বর্যকে নতুন করে আবিষ্কার করলেন গল্পের মধ্যে।

চাকরি সূত্রে গল্পকার নলিনী বেরা ভ্রাম্যমান জীবন পথের পথিক। গ্রামের আল পথে ঘুরে ঘুরে চাষা-তিলি-সদ্গোপ-জেলেদের জীবনচিত্রকে তুলে ধরেছেন গল্পের ক্যানভাসে। অন্ত্যবাসী মানুষদের জীবন সমস্যাকে কেউ বুঝতে চায় না। এরা সমস্ত কষ্টকে বুকে চেপে রেখে শুধু দিনযাপন করে মাত্র। 'মাটির মৃদঙ্গ', 'খোরপোশ' গল্পে উঠে এসেছে নির্মম 'ভাতুয়া প্রথা'। এই প্রথা উঠে গেলেও মানুষের দাসত্ব শেষ হয়নি। গল্পের মধ্যে লেখক তুলে আনেন একটা গোটা আদিবাসী জনপদের জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে। মাঝে মাঝে সুনার মতো আদিবাসী যুবকও প্রতিবাদ করে -- "এতদিন তুমাদের পালাপোষ করে এসেছি, আজ তুমরা আমাকে খরপুষের লোভ দেখাচ্ছ, বলছ কী, তুমাদের কাছে খরপুষের ল্যাওড়া দাবি তুলতে?"[৩]--বক্তব্যের সঙ্গে বাক্যবিন্যাস ও শব্দের সাবলীল প্রয়োগ বিষয়ের মর্মমূলে অদ্ভূত এক স্পন্দন জাগায়। অশ্লীল শব্দও প্রাসঙ্গিক উপস্থাপনায় শ্লীল হয়ে ওঠে।

"টিটেনাস' একটি গ্রাম্য বিবাদের গল্প। 'ঘোড়া ও সর্ষেদানা'তে অস্পষ্ট বাচনভঙ্গির আড়ালে রয়েছে লেখকের রঞ্জনের কাছে পৌঁছানোর আক্ষেপ। 'জ্যোতির্ময়ের স্বদেশ সন্ধানে' ফুটে উঠেছে সীমান্ত শহর বনগ্রামের রক্তাক্ত রাজনৈতিক চিত্র। স্বদেশ, স্বজনভূমির জন্য গল্প কথকের হৃদয় ব্যাকুলতার প্রকাশ-"স্বদেশ হারানোর জন্য কোথাও নির্ভৃতে একটু দাঁড়াতে পারবে না, তার জন্য জেগে জেগে স্বপ্ন দেখবে না জ্যোর্তিময় -তাও কি কখন হয়।"[৪]

সত্তর, আশির দশকে সমাজ ব্যবস্থার অদ্ভুত পরিবর্তন। গ্রাম ভেঙে যাচ্ছে, মানুষ কাজের সন্ধানে ভিড় করছে শহরে। 'চমকাই টাঁরড়ের পিচরাস্তা' সেই গ্রাম জীবনের ভাঙনের ছবি ধরা পড়ে। 'যে জীবন ফরিঙের দোয়েলের' গল্পে নকশাল আন্দোলনের প্রভাব আছে।

কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ ভারতবর্ষের নিম্নবিত্ত মানুষের কথা উঠে এসেছে 'শ্রীকান্তের পঞ্চমপর্ব', 'চিড়িতনের উল্কি' ও 'আজাদী' গল্পে। অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিত পিছিয়ে পড়া মানুষকে বারবর তিনি গল্পের মধ্যে তুলে এনে অন্ত্যেবাসী ভারতবর্ষকে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের গোপীবল্লভপুর, বেলেবাড়া, কেশিয়াড়ি, নয়াগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের কথা নলিনী বেরা গল্পে উঠে এসেছে। গল্পের পটভূমি খুঁজতে তিনি প্রায়শ বিহার, ঝাড়খন্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর 'আজাদি' গল্পের পটভূমিতে বাংলার বাইরেও জীবনচিত্র নিপুণ চিত্রমালায় চিত্রিত।

তথ্যসূত্র:

১. 'চর্যাগীতিকোষ'-নীলরতন সেন, সাহিত্যলোক, প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৪০৭, জানুয়ারী২০০১, পৃষ্ঠা- ১৩৩

২. 'কালের পুত্তলিকা'-অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়,দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৫১

৩. 'খোরপোশ'-নলিনী বেরা, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারী ২০০৩, পৃষ্ঠা ১০১

৪. 'জ্যোতির্ময়ের স্বদেশ সন্ধানে'-নলিনী বেরা, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারী ২০০৩, পৃষ্ঠা-১২৭

চতুর্থ অধ্যায়: গল্পে আদিবাসী সমাজ ও জঙ্গলমহলের কথা

আদিবাসী জনজীবন ভারতবর্ষের মূল ভিত্তি। ১৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে আর্যরা ভারতবর্ষে আসার বহু আগে থেকেই সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, ওঁরাং জাতি এ দেশের বনে জঙ্গলে থাকত। তাদের জীবন যাপন ভদ্রজনের মতো না হলেও যুগ যুগ ধরে দেশীয় সংস্কৃতিকে তারাই আগলে রেখেছে। সেই আদিবাসী জীবনের কথা নলিনী বেরার গল্পের প্রাণ। তাদের সমাজ, সংস্কৃতি, উৎসব আচার-পালন সব কিছুই গল্পে শিল্পিত হয়েছে।

ডালুং-সুবর্ণরেখা নদীর একদিকে উড়িষা অপর দিকে ঝাড়খন্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নলিনী বেরার গল্পের ভৌগোলিক পরিসর। ঝাড়খন্ডের আসবনি-কুড়চিনি-জামবনি-শালবনি থেকে গোপীবল্লভপুর-রোহিনীর প্রান্তিক আদিবাসী জনজীবন নিয়েই তিনি লিখেছেন বেশিরভাগ গল্পগুলি। সাঁওতাল-লোধা-ভূঁইয়া-ভূমিজ অধ্যুষিত এ হেন বৈচিত্র ভরা অঞ্চলের সঙ্গে গল্পকারের নাড়ির সম্পর্ক।সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীদের জীবনযাত্রারও বদল ঘটেছে। বিশ্বায়নের ছাপ তাদের উপরেও পড়েছে। 'বাজার' গল্পে সেই বদলের ছবি পায়। কৃষিবিভাগের স্টাফ দিবাকর সেন আদিবাসী অঞ্চলের অর্থনীতির বদল ঘটাতে চান। 'পাহাড়ের নীচে মানুষ', 'টি আই প্যারেড' গল্পে সাঁওতালী জনজীবনের উষ্ণতা পাঠকের মন ছুঁয়ে যায়। একদিকে মাওবাদী জীবন যন্ত্রণা অপরদিকে আদিবাসীদের বৈচিত্রময় রূপ তাৎপর্যমন্ডিত হয়েছে। জঙ্গলমহলের রাজনীতি, দর্শন, তাদের সংগ্রাম আত্মত্যাগ-কিছুই নেই, লেখক শুধু ধরে রাখেন তাদের সন্ত্রাসের আবহকে। 'খবরে প্রকাশ' গল্পে শালবনির রঞ্জার জঙ্গলে রাতের অন্ধকারে মাওবাদীদের সঙ্গে যৌথ বাহিনীর সংঘর্ষ, অ্যাসল্ট রাইফেল হাতে যৌথবাহিনী নিদ্রিত মাও গরিলাদের ঘিরে ধরে গুলি করেছে। এ যেন মহাভারতের অশ্বত্থামাকৃত সৌপ্তিক যুদ্ধ। সাধারণ মানুষ এদের ভয় পান। আতঙ্কে সময় কাটে তাদের দিন ও রাত। কিন্তু কেন এই অঞ্চলে মাওবাদের উত্থান --দীর্ঘদিন অবহেলা বঞ্চনা বুকে নিয়ে এখানকার মানুষ হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। তখনই তাদের গায়ে লেগেছে মাওবাদী তকমা। গল্পাকার এদের রাজনীতির গভীরে ততটা প্রবেশ করেন না। তার চেয়ে বরং

তাদের চারিপাশে ছড়িয়ে থাকা অসাধারণ প্রকৃতিকে বর্ণনা করেন গল্পের অন্দরমহলে-- "নদীর তীরবর্তী আখের বন, কাশের ফুলের মতো ফুটে থাকা আখের ফুল, আখ-পাট-অড়হর খেতে নিস্তব্ধতা যুবকদের করে তুলে রহস্যময়"।[১] 'পথের পাঁচালি' বা 'আরণ্যক'-এ বিভূতিভূষণ যেমন সৌন্দর্যের নিখুঁত জগৎ নির্মাণ করে ভুলিয়ে দেন দারিদ্র্যের যন্ত্রণাকে, নির্মম, নিষ্ঠুর জীবনযাত্রার দুঃসহ জ্বালাকে--নলিনী বেরাও ঠিক একই কাজ করেন। অনুক্ত থেকে যায় সমস্ত কষ্ট, যন্ত্রণার বুভুক্ষার বর্ণনা। পাঠককে নিয়ে যায় এক অলৌকিক জগতে। ভুলিয়ে দেয় সমস্ত বেদনা, ভুলিয়ে দেয় প্রতিবাদের ভাষা। 'মাও' শেষ পর্যন্ত 'হাতি তাড়ুয়া' আখ্যা পায়। 'ছেঁড়া কুচির মালা'তে শৈশবের স্বপ্নময় জগৎ বর্ণিত হলেও এখানে লোধা, শবরদের, জীবনযাত্রা ফুটে উঠেছে। বাহা, বাঁধনা প্রভৃতি লোকউৎসব, লোকাচার বর্ণিত হয়েছে 'চিড়িতনের উল্কি', 'পাহাড়ের নীচে মানুষ' প্রভৃতি গল্পে। সাঁওতাল জনজীবনে ডাইনি পথা একটি অভিশাপের মতে সমাজের মধ্যে রয়েগেছে। 'ঝাঁটার কাঠি' গল্পে সুনি নামে এক সাঁওতাল রমণীকে এই প্রথার বলি হতে হয়েছে।

স্বাধীনতার এত বছর পরে দেশ এগিয়ে গেলেও জঙ্গলমহলের মানুষগুলোর তেমন পরিবর্তন হয়নি। তারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরে পড়ে আছে। ভদ্র সমাজের কতিপয় মানুষের শাসন শোষণ সহ্য করতে না পেরে কেউ কেউ সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠেছে। যাদের জীবন যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছেন 'দুকান কাটা', 'চিড়কিডাঙা', 'ভাদুতলার ভূত ও রূপার নাকছাবি' প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্যে। নলিনী বেরা গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তিনি জঙ্গলমহলের পুরাণকথা, উপকথা, ট্যাবু, প্রবচন, কল্পকথা, ফ্যান্টাসির অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়ে গল্পের একটি নিজস্ব আঙ্গিক তৈরি করেছেন। এখানে তিনি যেন সিদ্ধিহস্ত, হাতের তালুর রেখা গুলোর মতো চেনা এ জীবন।

'বরফ পড়া দিনগুলোয়', 'ভূতজ্যোৎস্না' ও 'ঘোড়া ও সর্ষেদানা' গল্পে যাদুবাস্তব অবিশ্বাস্য কাহিনি উপস্থাপিত। লেখকের মতে এসব কিছু সত্যি সত্যি জঙ্গলমহলের মানুষের জীবনে ঘটে। হত দরিদ্র মানুষগুলিও মাঝে মাঝে অভাবের শিকড় ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। পিঁপড়ের ডিম খেয়েও এই অঞ্চলের মানুষ ফ্যান্টাসির জগতে শান্তিতে বসবাস করতে ভালোবাসে।

জঙ্গলমহলে আজও নানা কুসংস্কার মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে আছে। নলিনী বেরা এইসব অঞ্চলের ভূতপ্রত, ডাইনি ও নানা কুসংস্কারের ওপর ভিত্তি করে বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছেন, যথা-'খরা', 'তিহার গল্প', 'চিড়কিন ডাঙা', 'ব্যাং-কৌমুদি', 'কহবর লেখা', 'মোরগডাকের অপেক্ষায়', 'বড়াভাজা', 'কটাচোখ ও বঙ্কিম বুধকের গল্প', 'যৌতুক' প্রভৃতি। সাঁওতাল সমাজের নির্মম ভাতুয়া প্রথাকে নিয়ে লেখা 'খোরপোশ' গল্পটি। ভাতুয়া একটি দাসপ্রথা। সুনার মতো আদিবাসী যুবক বাবুদের বাড়ীতে সারা বছর খাটে তার বদলে দুমুঠো ভাত আর পরণের কাপড়টুকু পায়। সাঁওতাল সমাজে ডাইনি প্রথা আজো বিদ্যমান। সে ডাইনি প্রথার বলি হতে হয়েছে 'ঝাঁটার কাঁটি' গল্পের সুনিকে। সেই সুনিকে সাঁওতালী মতে বিবাহ করে নিয়ে যায় রাবণ। সেই সুন্দরী নারীকে গ্রামের লোকেরা ডাইনি সন্দেহ করে। গ্রাম্য অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে সুনিকে চলে আসতে হয় নিজের গ্রামে। সাঁওতাল সমাজে ব্যক্তি জীবন অপেক্ষায় গোষ্ঠী জীবনই বড় হয়ে উঠে। আর সেই গোষ্ঠী জীবনের চাপে ভেসে যায় দুই নর নারীর প্রণয়। রাবণ যে সুনিকে ভলোবাসে না তা কিন্তু নয়, কিন্তু সেও গোষ্ঠী মানুষ, গোষ্ঠীর কথা শুনতে বাধ্য। নলিনী বেরা এইসব মানুষের জীবনের যন্ত্রণাকে তুলে ধরনের গল্পের পরতে পরতে। আবার আধুনিকতার অভিশাপ থেকেও এদের মুক্তি নেই। তার বিষবাষ্পে নগর পল্লি সবই বিষাক্ত। গল্পের সারল্যের মধ্যে কোথাও লেগে থাকে সাধারণ মানুষ গুলোর বিষণ্ণ ব্যথাতুর মন।

নলিনী বেরার গল্প পড়তে গিয়ে দেখা যায় সেখানে কোন গভীর তত্ত্বকথা বা দার্শনিক উপলব্ধি নেই। তিনি গ্রাম্য প্রকৃতি ও মানুষকে একই সঙ্গে রঙ তুলির ক্যানভাসে এঁকেছেন। তিনি বিভূতিভূষণের মতো অরণ্যের মধ্যে মহাজাগতিক ইমাজিনেশনকে আনেননি। তাঁর গল্পের মানুষ গাছ ভালোবাসে কতকটা প্রয়োজনে জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদে। তাদের কাছে মহুয়ার মাদকতার চেয়ে কচড়ার তেল অনেক বেশি প্রিয় হয়। এর মূল কারণই হল চরম দারিদ্র্যতা।

একদিকে হলদিয়া শিল্পাঞ্চাল অপরদিকে বেলপাহাড়ী, গোপীবল্লভপুরের নীচু জমি, শুকানো মাঠ, ঘন জঙ্গল। কখনো শহর কখনো গ্রাম তাঁর গল্পের বিষয়। গল্পের আলপথে হাঁটতে হাঁটতে দেখা যায় লোধা নাড়ীর মাথায় কাঠের বোঝা, আশ্বিনের

গর্ভবতী ধানের খেতে কিলবিল করছে মাছ, কেউ আবার জালপেতে মাছ ধরছে। সতীনালা খালের ধারে শুশনিশাগের জঙ্গল, যা খেলে ভলো ঘুম হয়। এই ভাবে মানুষ ও প্রকৃতি এক আত্মিক সম্পর্কে বাঁধা পড়েছে তাঁর গল্পে।

তাছাড়া আদিবাসী জনজীবনের প্রাণ হল প্রকৃতি। প্রকৃতিকে তারা দেবতার মতো পূজা করে। বসন্তের আগমনে চারিদিক যখন কচিকচি পাতা ও ফুলে সেজে উঠে তখন তারা পালন করে পবিত্র 'বাহা' উৎসব।

'কুসুমতলা'গল্পে গল্পকথক কুসুমতলায় যাওয়া মাত্র গাছ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝড়ে পড়েছে । বৃক্ষমাতা কোনমতে হারাতে চায় না গ্রামের সন্তানকে। শুধু বৃক্ষ নয় পশুপাখিদের প্রতিও প্রেম লক্ষ্য করা যয় 'ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের কাক', 'হাতিডহর' প্রভৃতি গল্পে। মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে প্রথম পাই এইসব প্রান্তিক জীবনের অন্ধকার পর্বের উপস্থাপনা--এক মায়ামমতায়, সহমর্মিতায় সে শিল্প রূপায়ণ। নলিনী বেরা যেন তাঁরই সার্থক উত্তরসূরী।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মেঘদূত' প্রবন্ধে যে বিচ্ছিন্ন দ্বীপটির কথা বলেছেন, নলিনী বেরার গল্পে সেই গ্রাম, ধানক্ষেত, নদীনালা সূবর্ণরেখা তীরবর্তী জীবন-দীপ।

তথ্যসূত্র:

১.'টি আই প্যারেড'-নলিনী বেরা, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৫ পৃষ্ঠা ১৮২, ১৮৩

পঞ্চম অধ্যায়: গল্পে লোকজীবনের নানা দিক

যে সমাজের লোকেরা বহিরাগত সংস্কৃতির দ্বারা তেমনভাবে আলোকিত হয়নি বা তেমনভাবে বিবর্তিত হয়নি, সেই পিছিয়ে পড়া লোকসমাজের কথা নলিনী বেরা তাঁর গল্পে উপজীব্য করেছেন নিজস্ব দায় থেকে। গ্রাম বাংলার অতি সাধারণ মানুষের কথা,তাদের লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস, লোকগাঁথা, লোকভাষা, লোকগান গল্পের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায়।

'বর্ষামঙ্গল' গল্পে দেখা যায় বৃষ্টিতে ঘরবন্দি মানুষের যখন কিছুই করার থাকেনা তখন নানা লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস, রূপকথাকে আশ্রয় করে তারা। যেমন, বৃষ্টির সময় তারা মনে করে হলহলিয়া সাপ আকাশ থেকে নেমে আসে, গভীর রাতে গ্রামে গুড়গুড়িয়াদের আগমন ঘটে, তারা উঠানে দাঁড়িয়ে কারুর নাম ধরে ডাকলে আর তাতে সাড়া দিলে নিশ্চিত মরণ। আবার লোকমতে বৃষ্টি থামানোর উপায় হল- গামছা পড়ে একটা লাঙল গোবর গাদায় পুঁতে দিতে হবে। পরমেশের ঠাকুমার কথায়-'লাঙল পুতলে ঝড়িয়া তো ঝড়িয়া, বছর বছর ধরে হওয়া বৃষ্টিও তোর থেমে যাবে।'[১]

'ছেঁড়া কুড়চির মালা' তে লোধানারী আলোমণির বিবাহ অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। সাঁওতালদের বিবাহের এক বিশেষ লোকাচার হল বিবাহের শেষে বর গাছে উঠে থাকবে। বধূর ভরণ পোষণের সমস্ত দায়িত্ব নিলে তবেই সে গাছ থেকে নামবে এবং সমস্ত বিবাহ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হবে। বিবাহ সভায় লোধা নারীরা বিশেষ এক প্রকার গান গায়-

"বাস করি ধুঁধে ঝাঁড়ে   ব্যাঙ -উন্দুর মারেঁ খাই
ইটাকে কি বাঁচা বলা যায়?
বলে দেন অ-ভাই   কেমন করে কাল কাটাই"[২]

'পুষ্করা' গল্পে লোকসংস্কার প্রচলিত আছে অপমৃত্যুতে মরলে সে বাড়িতে পুষ্করা বা প্রেতাত্মা লাগে। এই পুষ্করা ছাড়ানোর জন্য গণককে ডাকা হয়। এটিও একটি লোকজীবিকা। এই গণৎকার গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে এই সব কাজ করে থাকে।

নলিনী বেরা গল্পে উঠে এসেছে পুরুলিয়া, মেদিনীপুরের সর্বাধিক জনপ্রিয় লোকউৎসব মকর বা টুসু উৎসব। সেই টুসু গান লোকসঙ্গীতের অন্যতম অঙ্গ-'ষোল ঘড়ি ষোল

পূজা, খাওগো টুসু খই ভাঁজা'। 'চোদ্দমাদল' গল্প সংকলটির গল্পে আছে বাঁধনা উৎসবের কথা। গোবর লেপা উঠোনে নানারকম আলপনা আঁকা হয় ঢ্যাঁড়শ গাছের হড়হড়ে রসের সঙ্গে চালের গুঁড়ো মিশিয়ে। রাতে সাঁওতাল নরনারীরা মাদল বাজিয়ে গান করতে করতে আসে 'গরু জাগরণে'-হামরা তো যাতেছিলি কুলহি ঙ কুলহি যে বাবু হো/তোরই গিরিহায় দাকিয়েঁ ঘুরল'[৩]। 'খোরপোশ' গল্পে সুনা দাঁশাই উৎসবে মুখে কালিঝুলি মেখে সঙ সাজে। তাঁর গল্পে লোকপ্রবাদ, হেঁয়ালীর, ছড়ার ব্যবহারও অপূর্ব দক্ষতায় কাহিনির অনিবার্য সঙ্গী হয়েছে।

নিছক সাক্ষরতা বা প্রথাসিদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও এইসব প্রান্তিক মানুষেরা জীবন দিয়ে আগলে রাখে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে।

তথ্যসূত্র:

১.'বর্ষামঙ্গল'-নলিনী বেরা, শ্রেষ্ট গল্প, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩,পৃষ্ঠা-১০৬

২.'ছেঁড়া কুড়চির মালা'-নলিনী বেরা, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৫, পৃষ্ঠা ২৩৭।

ষষ্ঠ অধ্যায়: গল্পের শৈলীবিচার

নলিনী বেরার বেশির ভাগ গল্পেই নির্দিষ্ট শুরু ও সমাপ্তি নেই। তিনি যেন উপন্যাস লিখতে গিয়ে গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্পে কল্পনার আধিক্য থাকলেও, জঙ্গলমহলের যে সব চরিত্রকে গল্পে তুলে এনেছেন তারা বর্ণনার গুণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে৷ গল্পের আখ্যানভাগ নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি ইউরোপীয় ছোটগল্পকারদের অনুসরণের বদলে মঙ্গলকাব্য, পাঁচালীর ঐতিহ্য অনুসরণে ভারতীয় স্বাদ নিয়ে আসেন৷ বাস্তব জীবনের সঙ্গে যাদু বাস্তবতা মিশিয়ে মাটি ও মানুষের গল্প লিখেছেন।
তাঁর গল্পের ভাষা নির্মাণের একটি নিজস্ব শৈলী গড়ে উঠেছে। সাহিত্য ও মুখের ভাষার তিনি অপূর্ব প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। 'চিড়কিনডাঙা' গল্পে সুবর্ণরেখা নদীতীরবর্তী মানুষের নিজস্ব ভাষারীতি ব্যবহৃত হয়েছে৷ মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে এখানকার মানুষ ডাকপাড়ে-'সাঁঙ্গাৎ এ-এ-এ-এ। এ ভাষা পূর্ববঙ্গের নদীমানুষের ভাষা৷ তিনি যেহেতু আদিবাসী মুন্ডা শবরদের মুখের কথাকে গল্পে হুবহু তুলে ধরতে চেয়েছেন তাই গল্পে ধ্বন্যাত্মক ও অনুস্বারবহুল শব্দের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। পতনি, কষাফল এমন অনেক আঞ্চলিক শব্দও ব্যবহার করে গল্পের পরিবেশকে আরো বেশি জীবন্ত এবং আঞ্চলিকতার রঙে রঙীন করে তুলেছেন।

গল্পের বিষয় নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি অতি তুচ্ছ, সাধারণ বিষয়কে তুলে অসাধারণত্ব দান করেছেন৷ বর্ণনার গুণে যা হয়ে উঠল অতুলনীয়। সংলাপ তাঁর গল্পের আকর্ষণীয় বিষয়। গ্রামের নিরক্ষর নিম্নজীবি মানুষদের দৈনন্দিন কথোপকথনকে বাস্তবসম্মত রূপে গল্পে বিনির্মাণ করাই তাঁর অন্বিষ্ট, এক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তাঁর কণ্ঠ-ধ্বনিই যেন কথায় রূপ পেয়েছে। তাঁর সম্পর্কে সমালোচক অমলেন্দু চক্রবর্তীর যর্থাথ মন্তব্য- "নলিনী বেরার শিল্পী সত্তার সমগ্রতা জুড়েই গ্রাম বা পল্লীপ্রকৃতির সংবৃতি। নির্সগ কোনো স্তব্ধ স্থবিরতা নয়। কিংবা আকাশ মাঠ গাছপালা পশুপাখি নদীনালার দিগন্তপ্রসারে মানুষই তাঁর সৃজন ভাবনার অন্তর্বীজ। সে-মানুষ অশিক্ষায় দারিদ্র্যে স্থবির, অস্বাস্থ্যে ভঙ্গুর। "[১]

তথ্যসূত্র:

১. নলিনী বেরার 'শ্রেষ্ঠ গল্প', ভূমিকা- অমলেন্দু চক্রবর্তী, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০০৩, পৃষ্ঠা-ix

উপসংহার (conclusion)

বাংলা সাহিত্যে নলিনী বেরা এক স্বতন্ত্র আত্মার অভিমুখ। যে সমাজ পিছিয়ে পড়া শবর, লোধা, সাঁওতালদের সমাজ, তিনি সেই সমাজের একান্ত আপনজন। একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের বর্ণনা, সেই অঞ্চলের মানুষের জীবনগাথা তাঁর গল্পের প্রাণ। তাদেরকে নিয়ে তিনি বাংলা গল্পসাহিত্যে এক দেশজ ঘরানার শিল্পী হয়ে উঠেছেন। সমাজকে পরিবর্তন করা কোনও লেখক বা সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সাহিত্যিক নিজের চোখে দেখা সমাজবাস্তবতা নির্মাণ করতে পারেন সাহিত্যে। গল্পকার নলিনী বেরা ঠিক সেই কাজটাই করেছেন অবলীলায়। এই জন্য তাঁকে কেউ কেউ আঞ্চলিক কথাকার বলেছেন। কিন্তু কোন সাহিত্য বা শিল্প আঞ্চলিকতার সীমায় আবদ্ধ থাকে না। নলিনী বেরাও তেমনি গল্পে মেদিনীপুরের প্রান্তীয় অঞ্চলের কথা বলার মধ্যে দিয়ে সমগ্র মেদিনীর অসহায় মানুষের কথা বলেছেন। বাংলা গল্পসাহিত্যে নিম্নবর্গের জনজাতির কথা অনেকেই বলেছেন, কিন্তু এত আন্তরিক মমতায়, সহৃদয়তার সঙ্গে যেন কেউ বলেননি। এখানেই নলিনী বেরা স্বতন্ত্র কথাকার এবং আজো তাঁর লেখনী বলিষ্ঠ ও সজীবতায় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছে।

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

আকর গ্রন্থ (primary sources):

১।নলিনী বেরা,'শবর চরিত'(অখন্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ২০০৫।

২।নলিনী বেরা,'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৮।

৩। নলিনী বেরা, ঝিঙাফুল কাঁকুড় ফুল', গল্পসরণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৫।

৪। নলিনী বেরা, 'গুণিন বৃত্তান্ত ও ভূতপুরাণ', কৃতি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা ২০১৮।

৫। নলিনী বেরা, 'পঞ্চাশটি গল্প', করুণা প্রকাশন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১১।

৬। নলিনী বেরা, 'শ্রেষ্ট গল্প', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ২০০৩।

৭। নলিনী বেরা, 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৫।

৮। নলিনী বেরা, 'হোমগার্ডের জামা', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ২০০৪।

৯। নলিনী বেরা, 'কুসুমতলা', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারী ২০০৮।

সহায়ক গ্রন্থ(Secondary Sources):

১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'কালের পুত্তলিকা' বাংলা ছোটগল্পের একশ দশ বছর; ১৮৯১-২০০০, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রঃ আগস্ট ১৯৮২,তৃতীয় সং-২০০৪ ।

২। উদয়চাঁদ দাশ, 'ছোটো গল্পের বর্ণালি কথা থেকে শৈলী', রত্নাবলী, অক্টোবর ২০০৭।

৩। তপোব্রত ঘোষ, 'রবীন্দ্র-ছোট গল্পের শিল্প রূপ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, বৈশাখ ১৩৯৭।

৪। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ', সন্তোষী পিন্টার্স, প্রথমপ্রকাশ মে ১৯৮৭।

৫। বরুণকুমার চক্রবর্তী,'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস', পুস্তক বিপণি, প্রথম সং নভেম্বর ১৯৭৭।

৬। বীরেন্দ্র দত্ত, 'বাংলা ছোটগল্পঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ', প্রঃ ও দ্বিঃ খন্ড, কলকাতা ৯,পুস্তক বিপনি, অগস্ট ১৯৮৫।

৭। শ্রীভূদেব চৌধুরী, 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার', কলকাতা, প্রথম সং নভেম্বর ১৯৭৭।

৭। সোহারাব হোসেন, 'বাংলা ছোটগল্পঃ তত্ত্ব ও গতি-প্রকৃতি', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রঃ জানুয়ারি ২০১০।

৮। সোহারব হোসেন, 'বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্যজীবন', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০৪।

পত্রপত্রিকা (journal):

১। 'কথাবয়ান', কথা সাহিত্যিক নলিনী বেরা সংখ্যা, সম্পাদক পুরুষোত্তম সিংহ,দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা ২০১৮।

২। 'প্রসঙ্গ শবর চরিত', সম্পাদনা বিশ্বজিৎ পান্ডা, প্রিয়ংবদা, জানুয়ারি ২০০৭।